গাংনীতে আইনশৃঙ্খলা ও চোরাচালান প্রতিরোধ কমিটির সভা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা আইনশৃঙ্খলা ও চোরাচালান প্রতিরোধ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সোমবার (২৬ মে) সকালে উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন। সভায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে ইউএনও বলেন, সুশাসন ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সকলের সম্মিলিত উদ্যোগ প্রয়োজন।

কোনো ধরনের অপরাধ, বিশেষ করে মাদক ও চোরাচালান, বরদাশত করা হবে না। তিনি প্রশাসনের বিভিন্ন শাখাকে তথ্যভিত্তিক ও সমন্বিত অভিযান পরিচালনার নির্দেশ দেন।

সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বানী ইসরাইল। তিনি চোরাচালান প্রতিরোধে সীমান্ত এলাকায় নজরদারি বৃদ্ধি ও জনসচেতনতা তৈরির ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

এসময় সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী, জনপ্রতিনিধি, সাংবাদিক ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। তারা নিজ নিজ এলাকার নিরাপত্তা সংক্রান্ত সমস্যাগুলো তুলে ধরেন এবং সেগুলোর দ্রুত সমাধানে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

সভায় সিদ্ধান্ত হয়, আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় কমিটির পক্ষ থেকে নিয়মিত তদারকি চালানো হবে এবং প্রয়োজনে বিশেষ টাস্কফোর্স গঠন করা হবে। সভা শেষে জনগণের স্বার্থে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

মেহেরপুরে আত্মহত্যা প্রবণতা প্রতিরোধ সংক্রান্ত কর্মশালা

এসো দেশ বদলায়, পৃথিবী বদলায় এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ উদযাপন উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আত্মহত্যা প্রবণতা প্রতিরোধ সংক্রান্ত কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার বেলা ১১ টার দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মশালায় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ তরিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ।

এসময় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর আব্দুল্লাহ আল আমিন, বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিল খান, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ খায়রুল ইসলাম, টিটিসির প্রিন্সিপাল আরিফ হোসেন তালুকদার, বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন আব্দুল মালেক, জাতীয় নাগরিক কমিটির সদস্য খন্দকার মুইজ প্রমুখ।

মেহেরপুরে জরায়ু ও স্তন ক্যান্সার প্রতিরোধে মতবিনিময় সভা

মেহেরপুরে জরায়ু ও স্তন ক্যান্সার সংক্রান্ত সেবার পরিধি ও মান উন্নয়নসহ জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯ থেকে ২৫ জানুয়ারি ‘জরায়ু ও স্তন ক্যান্সার প্রতিরোধ সপ্তাহ’ উদযাপন হচ্ছে।

বুধবার সিভিল সার্জনের সম্মেলন কক্ষে সিভিল সার্জন ডা. মহী

উদ্দিন আহমেদ এর সভাপতিত্বে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা উপ-পরিচালক রাশেদুল বশির, মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা মো. আসাদুজ্জামান, মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার হযরত আলী, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার রুহুল আমিন, সিভিল সার্জনের কার্যালয়ে কনসালটেন্ট ডা. ইনজামাম উল হক, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক এ জে এম সিরাজুম মুনির, জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল্লাহ্ আল মামুন, ডা. সুরাইয়া শারমিন প্রমুখ।

মতবিনিময় সভায় সিভিল সার্জন ডা. মহী উদ্দিন বলেন জরায়ু ও স্তন ক্যান্সার মরণ ব্যাধি, যা প্রাথমিকভাবে সাধারণত কোনো দৃশ্যমান পূর্ব লক্ষণ প্রকাশ করে না। নিয়মিত পরীক্ষার মাধ্যমে প্রাথমিক অবস্থায় শনাক্ত করা গেলে এই ক্যান্সারের সম্পূর্ণ নিরাময় সম্ভব। শুরুতে এ ক্যান্সার নির্ণয় করতে পারলে অনেক মা-বোনের জীবন রক্ষা করা যাবে।

ঝিনাইদহে অনলাইন জুয়া প্রতিরোধে সচেতনতামূলক আলোচনা

ঝিনাইদহে অনলাইন জুয়া প্রতিরোধে সচেতনতামূলক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঝিনাইদহ অংকুরের আয়োজনে গতকাল রাতে স্থানীয় প্রান্তিক কনভেনশন হলে এ সচেতনতামূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অংকুরের সহ-সভাপতি ও এরিনা এগ্রো কেয়ার লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ জিয়াউল ইসলাম খানের সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

অংকুরের সাধারণ সম্পাদক নাজিম উদ্দিন জুলিয়াসের পরিচালনায় আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন অংকের সভাপতি মসলেম আলী, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সিও এর নির্বাহী পরিচালক সামছুল আলম, অংকুরের সহ-সভাপতি ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব আহসান হাবীব রওনক, নাট্য ও ক্রীড়া

ব্যক্তিত্ব জয়নাল আবেদীন, হায়দার আলী, সাংবাদিক সাজ্জাদ আহমেদ ।

বক্তাগন বলেন,প্রথমে নিজ নিজ বাড়ি থেকে প্রত্যেক অভিভাবককে তার সন্তানদের বুঝাতে হবে ও সচেতনতা করে গড়ে তুলতে হবে, নইলে অনলাইন জুয়া খেলা বন্ধ করা সম্ভব না। তাই এখন থেকেই প্রত্যেক অভিভাবক কে সচেতন হতে হবে।

ঝিনাইদহ অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধে বিশেষ বাজেট বরাদ্দ ও আলোচনা সভা

ঝিনাইদহে অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধে শরীরর্চ্চা ও কায়িক পরিশ্রম নিশ্চিতে খেলার মাঠ, পার্ক ও উম্মুক্ত স্থানের বাজেট বরাদ্দ গাইড লাইন শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে ‘সিএলপিএ’র সহযোগিতায় এবং পদ্মাসমাজ কল্যাণ সংস্থা ওসি. নেট-এর বাস্তবায়নে ঝিনাইদহ পৌরসভার সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

পৌরসভার প্যানেল মেয়র সাইফুল ইসলাম মধু‘র সভাপতিত্বে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ পৌরসভার নির্বাহী কর্মকর্তা মো: মুস্তাক আহম্মেদ, সমাজ উন্নয়ন কর্মকর্তা মো: বদরউদ্দীনসহ পৌরসভার কর্মকর্তা ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে এ্যাডভোকেসীসভা অনুষ্ঠিত হয়।

পদ্মা সমাজ কল্যাণ সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মো: হাবিবুর রহমান এর পরিচালনায় আলোচনায় অংশগ্রহয় করেন, মানবাধিকারকর্মী ও অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আমিনুর রমান টুকু, স্থাপতি ও শিক্ষক হাসিবুল কবির, প্রকৃতি ও জীবন ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক গাউস গোর্কি, নোবেল পলিটেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউটর-এর শিক্ষক নাজমুল আলম রিগান, এসএসটিভি ও দৈনিক বণিক বার্তা পত্রিকার জেলা প্রতিনিধি ফয়সাল আহমেদ, দৈনিক রানার পত্রিকার জেলা প্রতিনিধি বসির আহাম্মেদ,

ওয়াজির আলী স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ নাহিদ আক্তার, ঝিনাইদহ পৌরসভার সহকারী প্রকৌশলী মুন্সী মো: আবুজাফর, প্রশাসনিক কর্মকর্তা মোঃ আসাদুজ্জামান, পদ্মা ইয়ুথ ইনেসিয়েটিভ-এর সমন্বয়কারী মেহেদী হাসান প্রমুখ।

এছাড়াও আলোচনা সভায় স্টেডিয়াম পুকুরকে সাঁতার উপযোগি করে গড়ে তোলা, ওয়াজির আলী স্কুল এন্ড কলেজ মাঠে হাঁটার পরিবেশ করা ও কলাবাগান রোড থেকে শুরু করে নদীর পাড়ে হাঁটার ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য সিদ্ধান্ত নেয়া এবং বিশেষ বাজেট বরাদ্দ ও পরবর্তিতে পৌরসভা মাষ্টারপ্লান তৈরীর বিষয়ে সকলেই একমত পোষণ করেন।

মাদক ও তামাক নির্মূল করতে প্রতিরোধে জোর দিতে হবে

মাদকের আগ্রাসনে তরুণ সমাজ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। সুস্থ মানবসম্পদ গড়ে তুলতে মাদক নির্মূলের বিকল্প নেই। কিশোর-তরুণদেরকে মাদক ও তামাকের নেশা থেকে দুরে রাখতে প্রতিরোধ কর্মসূচি জোরালো করতে হবে। মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস-২০২৪ উপলক্ষ্যে ০৯ জুলাই ২০২৪, সকালে বারডেম হাসপাতাল মিলনায়তনে মানস- মাদকদ্রব্য ও নেশা নিরোধ সংস্থা আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তারা এসব কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ডা. রোকেয়া সুলতানা, এমপি। তিনি বলেন, কোন বাবা-মা চান না তার সন্তান বিপথগামী হোক। পরিবারে একজন মাদকাসক্ত থাকলে পুরো পরিবার ধ্বংস হয়ে যায়। সমাজ তাদেরকে ভিন্ন চোখে দেখে। একটা সময় ছিলো যখন পথশিশু, ছিন্নমুল মানুষদের মধ্যে মাদকাসক্তি বেশি ছিলো। কিন্তু, বর্তমানে আমাদের শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে মাদকাসক্তি সমস্যা বাড়ছে। মাদকের নেতিবাচক প্রভাব পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র সবখানেই লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এজন্য প্রত্যেক স্কুল, কলেজ, বিশ^বিদ্যালয়ে মাদক বিরোধী প্রচারণা

বাড়াতে হবে, প্রতিরোধে জোর দিতে হবে। দেশে মাদকের চিকিৎসায় উন্নতমানের রিহ্যাব সেন্টারের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এটাও লক্ষণীয় যে, চিকিৎসা নিয়ে অনেকে পূণরায় মাদকে আসক্ত হচ্ছে। তাই নিজেদের পরিবার ও সমাজ থেকে তামাক, মাদক সরিয়ে নিতে পারলে সমস্যা নিরসন সহজতর হবে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এ সকল কাজে সহায়তা করবে।

সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক খোন্দকার মেস্তাফিজুর রহমান, এনডিসি, ইব্রাহিম মেডিকেল কলেজ ও ডেন্টাল ইউনিট এর প্রিন্সিপাল অধ্যাপক নাজমা হক, এবং ইউনাইটেড নেশনস অফিস অন ড্রাগস এন্ড ক্রাইম (ইউএনওডিসি) এর ন্যাশনাল প্রোগ্রাম কোর্ডিনেটর (ড্রাগস এন্ড এইচআইভি/এইডস) মো: আবু তাহের। মানস এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক ড. অরূপরতন চৌধুরী অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন ও সভাপতিত্ব করেন এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন সাংগঠনিক সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা মতিউর রহমান তালুকদার। ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে বক্তব্য রাখেন মাহি খন্দকার। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ‘মানস’ এর প্রকল্প সমন্বয়কারী উম্মে জান্নাত এবং সভা আয়োজনে সহায়তা করে ইব্রাহীম মেডিকেল কলেজ ও ডেন্টাল ইউনিট।

প্রবন্ধে অধ্যাপক ড. অরূপরতন চৌধুরী বলেন, অনেক ধরনের নেশা আছে। মাদকের নেশা ভয়ঙ্কর। মাদকের ফলাফল কখনোই ভালো হয় না। তামাক ও ধূমপান দিয়ে মাদকাসক্তির শুরু হয়। মাদকাসক্তের মধ্যে ৯৮% ধূমপায়ী। মাদক তিলে তিলে মানুষকে মৃত্যুর দিকে ধাবিত করে। হত্যা, ধর্ষণ, চুরি, ডাকাতিসহ বিভিন্ন সামাজিক অপরাধের পেছনে বড় কারণ মাদক। বাংলাদেশ মাদকে সয়লাভ হয়ে গেছে দেশ। প্রতিনিয়ত নতুন নতুন মাদক দেশে ঢুকছে যা আতঙ্ক হয়ে দেখা দিয়েছে। বর্তমানে দেশে প্রায় ১ কোটি মাদকাসক্ত রয়েছে এবং তাদের মধ্যে ৮০ শতাংশই কিশোর-তরুণ! এদের ৬০ শতাংশ অপরাধের সঙ্গে জড়িত, যা অত্যন্ত আতঙ্ক ও ভয়ের কারণ। মাদক নির্মূলে মাদকের সহজলভ্যতা রোধ, আইনের যথাযথ প্রয়োগ, সচেতনতা বৃদ্ধি করা, মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি গুরুত্বারোপ, মাদকাসক্তদের প্রতি বন্ধুত্বসূলভ আচরণ প্রদর্শন ও চিকিৎসা সেবা প্রাপ্তির নিশ্চিত করতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি এবং ২০৪০ সালের মধ্যে ‘তামাকমুক্ত বাংলাদেশ’ গড়ার ঘোষণা দিয়েছেন। দেশে মাদক নির্মূলে কঠোর আইন প্রণীত হয়েছে। মাদকাসক্তি একটি মানসিক রোগ তাই ঘৃণা নয়, ভালোবাসা দিয়ে মাদকাসক্তদের সারিয়ে তুলতে হবে এবং মাদক

গ্রহণ প্রতিরোধ করতে হবে। মাদক নির্মূলে তামাক অর্থাৎ- ধূমপানে নিয়ন্ত্রণে কাজ জোরালো করতে হবে।

খোন্দকার মেস্তাফিজুর রহমান, এনডিসি বলেন, মাদক আসক্তিমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলা আমাদের সাংবিধানিক দায়িত্ব। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারেও মাদক নিয়ন্ত্রণ যুক্ত রয়েছে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি উল্লেখ করেছেন। বিজিবি, কোস্টগ্রার্ড, পুলিশসহ অনেকগুলো সংস্থার সমন্বয়ে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কাজ করছে। মাদকের বিরুদ্ধে জোরালো অভিযান চলমান থাকবে। কারণ, আমাদের মোট জনসংখ্যার মধ্যে তরুণ-যুবক বেশি, যা ‘ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট’ বলা হয়। এই জনগোষ্ঠির জন্য অর্থ ব্যয় করলে আগামী দিনে সুস্থ মানবসম্পদ গড়ে তোলা সম্ভব হবে। জাতীয় পত্রিকার তথ্য তুলে ধরে তিনি আরো বলেন, জেলখানায় মাদকের ৪০ ভাগ মাদকাসক্ত। দেশে দৈনিক ২০ কোটি টাকার মাদক সেবন হয়। মাদক ব্যবসায় ২০০ এর বেশি গডফাদার রয়েছে। এদের আইনের আওতায় আনা জরুরি। অনুষ্ঠানে মাদক চোরাকারবারীদের ধরতে সহায়তাকারীকে নগদ অর্থ পুরস্কারের ঘোষণা দেন তিনি।

অধ্যাপক নাজমা হক বলেন, সেরা জীব হিসেবে আমাদের দায়বদ্ধতা রয়েছে। ধূমপান, মাদক দিয়ে আমরা জীবনটা ধ্বংস করে দিচ্ছি। সব দায়িত্ব সমাজ ও রাষ্ট্রের উপর অর্পণ করে দিয়ে বসে থাকলে হবে না বরং নিজের দায়িত্ব পালন করতে হবে। চলচ্চিত্রে নায়কদের ধূমপান দেখে মানুষ উৎসাহিত হয়। এ ধরনের মাদক, তামাকের হাতছানি বন্ধ করতে হবে। তরুণরাই সমাজের সম্ভাবনাময় ও যোগ্য প্রতিনিধি। একজন মা হিসেবে তরুণদেরকে মাদকমুক্ত থাকার আহ্বান জানাতে চাই।

মো: আবু তাহের বলেন, মানুষের মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি গুরুত্বারোপ করতে হবে। কারণ মানসিক স্বাস্থ্য ভালো না থাকলেই মানুষ মাদকে উৎসাহিত হয়। এখন নারীদের মধ্যেও মাদক ব্যবহার বাড়ছে। বর্তমানে ঢাকা, নারায়নগঞ্জসহ কয়েকটি জেলায় মাদকাসক্তদের মধ্যে এইচআইভি এইডস্ রোগ বাড়ছে, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক! অবৈধভাবে অর্থ উপার্জনের একটা বড় মাধ্যম মাদক বেচাকেনা। অর্থের প্রলোভনে রাজনৈতিক ছত্রছায়া, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও প্রভাবশালীদের দ্বারা মাদকের বিস্তার ঘটছে। মাদকদ্রব্যের আগ্রাসন প্রতিরোধে সচেতনতা ও চিকিসায় সেবা সহজলভ্য ও মান বাড়ানো এবং এসব খাতে অর্থ বরাদ্দের জন্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

সভায় সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ, জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞগণ, ইব্রাহীম মেডিকেল কলেজ এর শিক্ষকবৃন্দ ও শতাধিক শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন।

জীবননগরে ইমাম খতিব ও আলেমদের সাথে সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ আলোচনা

জীবননগর সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ ও সামাজিক সমস্যা নিরসনে ইমাম খতিব ও আলেমদের ভূমিকা শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার সকাল সাড়ে ১১টার সময় জীবননগর ইসলামী ফাউন্ডেশনের আয়োজনে উপজেলা অডিটোরিয়ামে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

জীবননগর উপজেলা নিবাহী অফিসার মোঃ রোকনুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন,জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী মোঃ হাফিজুর রহমান।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন,জীবননগর উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েশা সুলতানা লাকি, সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মোঃ দ্বীন ইসলাম, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মোঃ আইয়ুব হোসেন খান প্রমুখ।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির

আন্তর্জাতিক গুম প্রতিরোধ দিবস পালন

জাতিসংঘ কর্তৃক প্রত্যেকটি গুম খুনের আন্তর্জাতিক তদন্তের দাবি এই প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে গুমের শিকার ব্যাক্তিদের স্মরণে আন্তর্জাতিক গুম প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষে বিএনপি’র কেন্দ্রীয় কর্মসূচীর অংশ হিসেবে মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার বিকেলে মেহেরপুর জেলা বিএনপির কার্যালয়ের সামনে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মিছিল ও সমাবেশের সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন।

পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের সঞ্চালনায় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আব্দুর রহমান, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, জেলা বিএনপি যুগ্ম সম্পাদক আরিজুললা বাবলু মাস্টার, মেহেরপুর সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাড. মারুফ আহমেদ বিজন, সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম,যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাকিবুল হাসান রিপন।

এছাড়াও জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক আজমল হোসেন মিন্টু, ছাত্রদল নেতা আকিব জাভেদ সিনজিন, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

এসময় মেহেরপুর জেলা, গাংনী ও মুজিবনগর উপজেলা এবং বিভিন্ন ইউনিয়ন বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে আন্তর্জাতিক গুম প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। মিছিলটি প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে সমাবেশের স্থানে শেষ হয়।

দর্শনায় মৌচাক সমাজ উন্নয়ন সংস্থার উদ্দ্যেগে ছাগল পালনে প্রশিক্ষণ ও ছাগল বিতরন

দর্শনায় মৌচাক সমাজ উন্নয়ন সংস্থার উদ্দ্যেগে দিন ব্যাপী ছাগল লালন-পালন ও রোগ প্রতিরোধ বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্টিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকাল ১০ টার দিকে দর্শনা পৌর এলাকার রামনগরে অবস্থিত মৌচাক সমাজ উন্নয়ন সংস্থার নিজ কার্যালয়ে দিন ব্যাপী ছাগল লালন-পালন ও রোগ প্রতিরোধ বিষয়ে প্রতিবন্ধি অভিভাগকদের প্রশিক্ষণ ও ছাগল বিতরন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মৌচাক সমাজ উন্নয়ন সংস্থার আয়োজনে ছাগল লালন-পালন ও রোগ প্রতিরোধ বিষয়ে প্রশিক্ষন অনুষ্ঠানে সংস্থার ম্যানেজার মকবুল হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা উপজেলা প্রাণী সম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ডাঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন।

প্রশিক্ষণ শেষে বাংলাদেশ এন,জি,ও ফাউন্ডেশনের সহায়তায় মৌচাক সমাজ উন্নয়ন সংস্থার উদ্দ্যগে দর্শনা থানাধীন এলাকার ৯টি গ্রামের ১৬ জন বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধি অভিভাবকদের মধ্যে প্রত্যকের ২টি করে মোট ৩২টি বিনা মূল্যে ছাগল প্রদান করা হয়।

এ সময় প্রতিবন্ধি ভুক্তভোগীদের মাজে ২টি করে ছাগল বিতরন করে। এরা হলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা পৌর এলাকার জয়নগর গ্রামের সুমন মিয়া, মিতু খাতুন, শ্যামপুরের মরিয়ম খাতুন, পরাণপুরের পিপিলা খাতুন, মোবারকপাড়ার সাগর মিয়া, রামনগরের শারেজান বিবি, তারিক আজিজ, রবিউল ইসলাম, করিমপুরের কবিউল ইসলাম, রুদ্রনগরের আহসান হাবিব, শামসুল আলম, উপজেলার পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের ছয়ঘরিয়ার জিহাদ হোসেন, মদনা গ্রামের সাফিয়া মাহজাবিন, রহমতুল্লা, বারাদী গ্রামের শফিকুল ইসলাম, উপজেলার কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের কুড়ুলগাছি গ্রামের ফাতেমা খাতুন।